ভূমিকা

নদী মাতৃক বাংলাদেশ । বাঙালীর গঠনে, মননে নদ - নদীর উচ্ছলতা , নদ - নদীর স্নেহ - শীতলতা বর্তমান এবং সে কারণেই ' রঙ্গে ভরা বঙ্গ ভূমি ।' এই স্বভাবজ রঙ্গ - রসিকতা বাঙালীকে নাট্যরস - রসিক করে তোলে ।

বাংলাদেশে নাট্যচর্চার ঐতিহ্য সুপ্রাচীন । বাঙ্গালী নাট্যামোদী জাতি। তাই নাট্যরস - পিপাসা চরিতার্থ করবার জন্য বাঙ্গালী সুপ্রাচীন কাল থেকেই নাট্যচর্চা করে এসেছে । নাটক নিয়ে চিন্তা ভাবনাও করেছে ।

দক্ষিণবঙ্গকে কেন্দ্র করে বাঙালীর নাট্যচর্চার ব্যাপক আলোচনা হয়েছে। কিন্তু এ বিষয়ে উত্তরবঙ্গ লক্ষণীয় ভাবে উপেক্ষিত । অথচ এই উত্তরবঙ্গে যে নাট্যচর্চা (নাট্যরচনা ও নাট্যাভিনয়) হতো , তার বহুতর নিদর্শন পাওয়া যায় । আধুনিক বাংলা নাট্যচর্চার ইতিহাসে উত্তরবঙ্গের যে একটি নির্দিষ্ট স্থান আছে , তা অস্বীকার করবার উপায় নেই । তথাপি এ বিষয়ে কোন উল্লেখযোগ্য চিন্তা-ভাবনা বা গবেষণা হয়নি । পত্র-পত্রিকায় (যার অধিকাংশই 'লিট্‌ল ম্যাগাজিন' এবং স্মরণিকা জাতীয় পত্রিকা) উত্তরবঙ্গের নাট্যচর্চা , তার সমস্যা , সমাধান ইত্যাদি বিষয়ে ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত কিছু কিছু আলোচনা হয়েছে , তবে সে আলোচনা গুলি কোন সুচিন্তিত ধারাবাহিক আলোচনা নয়। তাছাড়া, লেখাগুলি সর্বজন সমক্ষেও আসেনি —মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকেছে ।

প্রচলিত নাট্য সাহিত্যের ইতিহাসগুলিতে তুলসী দাস লাহিড়ী এবং মন্মথ রায়ের একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকার কথা উল্লিখিত হলেও উত্তরবঙ্গের আর কোন নাট্যকারের কোন উল্লেখ এই গ্রন্থগুলিতে পাওয়া যায়না ,অথচ তুলসী দাস লাহিড়ী'রও আগে উত্তরবঙ্গে এমন একাধিক নাট্যকার আছেন, যাঁদের কথা আমরা প্রচলিত নাট্য সাহিত্যের ইতিহাসে পাইনা, এমন কি নাট্যাভিনয়-ইতিহাস-গ্রন্থগুলিতেও উত্তর বঙ্গ বিশেষ ভাবে উপেক্ষিত। নাটকের ইতিহাসে তুলসী দাস লাহিড়ী এবং মন্মথ রায়ের যে নাটক গুলির আলোচনা আছে , তাতেও রসগ্রাহী আলোচনার অবকাশ কম । এই নাটকগুলির মর্মমূলে উত্তরবঙ্গবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষা , চিন্তা-চেতনার প্রতিফলন যে ভাবে ঘটেছে , তার কোন আলোচনা সেখানে নেই ।

প্রাচীন ও মধ্যযুগে উত্তর বঙ্গবাসীর নাট্যচর্চার ইতিহাস আমাদের অজানা । ষোড়শ শতাব্দীতে কোচবিহারের রাজসভায় মহারাজ নরনারায়ণের কনিষ্ঠ শুক্লধ্বজের নাট্যচর্চা এবং বৈষ্ণব-সাধক শঙ্কর দেবের নাট্যচর্চার বিবরণটুকু ছাড়া সমগ্র উত্তরবঙ্গের নাট্যচর্চার কোন উল্লেখ আর কোথাও পাওয়া যায় না । তবে লোকনাট্যের একটি ঐতিহ্য উত্তর বঙ্গে আগে থেকেই প্রচলিত ছিল । যাত্রার ক্ষেত্রেও উত্তরবঙ্গ কোন উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব দেখাতে পারেনি। কিন্তু আধুনিক নাটকের ক্ষেত্রে এ কথা ঠিক বলা যায়না । উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে বাংলা নাট্যচর্চা ও নাট্যাভিনয়ের যে যুগান্তর সম্পাদিত হয়েছিল, তার ঢেউ এসে আছড়ে পড়েছিল এই উত্তরবঙ্গের বুকেও । তখন থেকেই উত্তরবঙ্গের মুখ্য কয়েকটি অঞ্চল — যেমন কোচবিহার, রঙপুর প্রভৃতি নাট্যচর্চায় উৎসাহিত হয়ে ওঠে । ১৮৫৪ খ্রী: যখন সবেমাত্র বাংলা নাটক সকালের আলো দেখছে , তখনই রঙপুরের জমিদার কালীচন্দ্র চৌধুরী কৌলীন্য প্রথার অপকর্ষ প্রতিপাদন করে শ্রেষ্ঠ নাটক-লেখককে পুরস্কৃত করবার সংকল্প ঘোষণা করেন ---- যার ফলশ্রুতি রাম নারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীন কুল সর্বস্ব' নাটক । এ রকম আরো অনেক ঘটনা আছে , যার কোন বিবরণ আমরা সার-সন্ধানী নাট্য- সাহিত্যের ইতিহাস-গ্রন্থগুলিতে পাইনা , পাইনা এই গ্রন্থগুলিতে বিধৃত নাটক ও নাট্যকারদের সাহিত্য-কর্মের পিছনে ক্রিয়াশীল মানসিকতার পরিচয়টিও। এই অচরিতার্থ কর্মটি সম্পূর্ণ করবার উদ্দেশ্য নিয়ে যথোচিত ধৈর্য্য ও নিষ্ঠা সহকারে আমি ব্রতী হয়েছি অভীষ্ট কর্মটি সম্পাদন করতে । কাজটি'র দুরূহতা ও দুর্গমতা উপলব্ধি করেই আমি কাজটিকে কর্ত্তব্য কর্ম হিসাবে গ্রহণ করেছি। এই উদ্দ্যেশ্যকে সম্মুখে রেখে ' উত্তরবঙ্গের নাট্যসাহিত্য এবং নাট্যচর্চার ধারা ' শীর্ষক গবেষণা কর্মটিকে সম্পাদন করবার উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত পরিচ্ছেদ-ভিত্তিক পর্য্যায়গুলি অনুসরণ করা হলো ।

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ বঙ্গদেশে নাট্যচর্চার ঐতিহ্য ঃ বাঙালী নাট্যামোদী জাতি । বাঙালীর এই নাট্যরস-পিপাসার পরিচয় পাওয়া যায় সুদূর প্রাচীন কাল থেকেই । সাগর নন্দীর ' নাটক লক্ষণ রত্নকোষ ' গ্রন্থে উল্লিখিত অসংখ্য নাটকের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য । চর্যাপদের বুদ্ধ নাটকের কথাও আমরা জানি । ' শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন ' তো নাটপালারই প্রকৃষ্ট

নিদর্শন। জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ'ও নাট্যলক্ষণাক্রান্ত। শ্রীচৈতন্যদেব সপার্ষদ নাট্যাভিনয় করেছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব বাঙালীর স্থূলরসের নাটপালাকে রূপান্তরিত করেছিলেন ভক্তিরসাত্মক যাত্রাপালায়। সে থেকে বাংলাদেশে যাত্রাগানের একটি বিশিষ্ট ঐতিহ্যের সূচনা হয়েছে। যাত্রা ছাড়া বাংলাদেশে প্রচলিত হয়েছিল নাটপালার ধারা। এই নাটপালাগুলি মুখে মুখেই তৈরি হয়ে দর্শক-সমাজেও তাৎক্ষণিক ভাবে পরিবেশিত হতো। এভাবে উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে এসে বাঙালীর নাট্যরস-রুচির ঘটেছিল উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন। বাঙালীর নাট্যচর্চার এই সুপ্রাচীন ঐতিহ্য নিয়েই প্রথম পরিচ্ছেদটি আলোচিত হয়েছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ উত্তর বঙ্গের নাট্যচর্চার পটভূমি এবং উত্তরবঙ্গের নাট্যচর্চার (নাট্যরচনা ও নাট্যাভিনয়) ধারা ঃ অষ্টাদশ শতাব্দী থেকেই পাশ্চাত্য-শিক্ষা ও সভ্যতার সংস্পর্শে এসে বাঙালীর নাট্যরুচিরও পরিবর্তন ঘটেছিল। ভারতীয় সংস্কৃত নাটক বা লোকনাট্য কোনটিকেই স্বীকার না করে বাঙালী তার নাট্য-পিপাসা চরিতার্থ করেছিল পাশ্চাত্য নাটকের আদর্শকে আত্মস্থ করে। এই সূত্রে রচিত হয়েছিল বাংলা নাটক এবং শুরু হয়েছিল মঞ্চাভিনয়ের ধারা। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই কলকাতায় ব্যাপক নাট্যচর্চার কথা জানা যায়। এই ধারাকে অনুসরণ করে উত্তরবঙ্গের নাট্যামোদী মানুষও মঞ্চাভিনয়ে সচেষ্ট হয়েছিলেন। শুধু মঞ্চাভিনয়ই নয়, উত্তরবঙ্গের প্রতিভা সম্পন্ন কোন কোন নাট্যব্যক্তিত্ব এবং নাট্যপ্রিয় মানুষ অসংখ্য নাটক লিখেও এই ধারাকে পুষ্ট করেছিলেন। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদটি এই আলোচনায় সীমায়িত হয়েছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ উত্তরবঙ্গের নাট্য-সাহিত্য রচনার ধারা এবং তার সাহিত্যিক মূল্যায়ন (জেলাভিত্তিক)ঃ উত্তরবঙ্গের (জেলাভিত্তিক) নাট্যকারদের নাটকের বিস্তারিত আলোচনা এই পরিচ্ছেদে বিবৃত হয়েছে। যে নাটকগুলি রচিত হয়েছে (প্রকাশিত বা মঞ্চায়িত), সেগুলির শ্রেণী বিন্যাস এবং সাহিত্যিক মূল্যায়নও এই পরিচ্ছেদে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঃ উত্তরবঙ্গের (জেলাভিত্তিক) নাট্যচর্চার ধারা ঃ নাট্যাভিনয়ের শ্রেণীবিন্যাস যথা পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক ইত্যাদি যথাযথ পর্যবেক্ষণ এবং সংশ্লেষণ-বিশ্লেষণ পদ্ধতি মাফিক আলোচিত হয়েছে। এছাড়াও এই সব নাট্যাভিনয়ের মূলে যে সামাজিক পটভূমি বর্তমান ছিল এবং সামাজিক মানুষের মানসিকতার যে প্রতিফলন ঘটেছিল —— সে সমস্ত কিছুর যথাযথ বিশ্লেষণ এই পরিচ্ছেদে তুলে ধরা হয়েছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ঃ নাট্যচর্চার সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা ঃ মঞ্চাভিনয়ের ক্ষেত্রে পরিচালকগণ যে যে সমস্যার সম্মুখীন আগে হয়েছেন বা এখনও হচ্ছেন, সে সম্পর্কে তথ্যনির্ভর বিস্তারিত আলোচনা এই পরিচ্ছেদে বিবৃত হয়েছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ঃ ব্যক্তিগত যোগাযোগ ও চিঠিপত্রে উত্তরবঙ্গের নাট্য ব্যক্তিত্বদের মতামত ঃ উত্তরবঙ্গের ছয়টি জেলার নাট্যব্যক্তিত্বদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ, তাদের অভিমত সম্বলিত চিঠি-পত্রাদি এই পরিচ্ছেদে মূল্যায়িত হয়েছে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ ঃ উত্তরকালে রচিত নাটক, নাট্যবিষয়ক গ্রন্থাদি এবং পত্র-পত্রিকার বিবরণ ঃ উত্তরবঙ্গের জেলাভিত্তিক সংগৃহীত নাটকগুলির তালিকাভুক্তি, পরিকাঠামো এবং মঞ্চাভিনয় সম্পৃক্ত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার মন্তব্য, মঞ্চাভিনয় সম্পৃক্ত স্মরণিকা, বিভিন্ন সংবাদপত্রের সমালোচনা প্রভৃতি এই পরিচ্ছেদে যথাসাধ্য বিধৃত হয়েছে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ ঃ উপসংহার ঃ

নবম পরিচ্ছেদ ঃ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী, নির্বাচিত পত্র-পত্রিকা ঃ গবেষণা কর্মটিকে তথ্যনিষ্ঠ এবং সারস্বত চর্চা-নির্ভর করে পরিবেশন করার মানসে নির্বাচিত গ্রন্থ, প্রবন্ধ, পত্র-পত্রিকা এবং স্মরণিকার সাহায্য গ্রহণ করেছি। তবে এক্ষেত্রে উল্লেখ্য উপরিউক্ত নাট্য বিষয়ক নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী, নির্বাচিত পত্র-পত্রিকা-প্রবন্ধ এবং স্মরণিকা শ্রমসাধ্য গবেষণা কর্মটির ক্ষেত্র যাচাই করতে সাহায্য করেছে ঠিকই, কিন্তু আলোচ্য গবেষণায় উত্তর বঙ্গের বিস্তৃত নাট্যক্ষেত্রের বহুবিশিষ্ট নাট্যক্ষেত্রকার, প্রবীণতম নাট্যমনস্ক ব্যক্তিত্ব আমাকে যে ভাবে তথ্য দিয়ে, অভিজ্ঞতার ফসল দিয়ে সাহায্য করেছেন —— এই পরিসরে তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা না জানালে আমি ছাড়া এতবড়ো কৃতঘ্ন হয়তো কেউ আর থাকবেনা।

উত্তরবঙ্গের নাট্যাভিনয় ও নাট্যচর্চার কোন ধারাবাহিক আলোচনা যেহেতু এই সময় কাল পর্য্যন্ত কোথাও হয়নি, তাই এই গবেষণা সম্পৃক্ত আলোচনার কোন আদর্শ আমার সম্মুখে ছিল না। আমার শক্তি-সামর্থ্য এবং যথাযোগ্য শ্রম ও নিষ্ঠা সহকারে গবেষণা কর্মটি সম্পাদন করার চেষ্টা করেছি।

অনবধানতাবশত: যদি ত্রুটি-বিচ্যুতি কিছু ঘটে থাকে, তাহলে আমি আন্তরিক ভাবে ক্ষমাপ্রার্থী।

অপরেশ লাহিড়ী
26-6-2000